কৃষকসাথী - সাট্‌সা , পুরুলিয়া

বিগত বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ সাট্‌সা , পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক দায়বদ্ধতায় বহুমুখী কাজ করে চলেছে যেমন - রক্তদান শিবির , দুস্থ-কৃষক সন্তানদের পড়াশুনোর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান , বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাখা প্রদান , নতুন নতুন ফসলের জাত জনপ্রিয়করণ , প্রগতিশীল কৃষকদের কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রদান এবং আরো অনেককিছু । এমত অবস্থায় আমরা সাট্‌সা , পুরুলিয়া কৃষক সমাজের উন্নতিকল্পে নতুনকিছু করার চিন্তাভাবনা করি ।

পুরুলিয়া জেলায় প্রায় ৩,৫০,০০০ কৃষক পরিবার রয়েছে কিন্তু এইমুহূর্তে আমাদের কৃষি-সম্প্রসারণ কর্মীর সংখ্যা সাকুল্যে ১১০ জনের অধিক নয় । ফলস্বরূপ প্রায় তিন সহস্রাধিক কৃষক পরিবার পিছু ১ জন সম্প্রসারণ কর্মী রয়েছেন । প্রতিদিন যদি সে ১০টি পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করে তাহলেও সকলকে পরিষেবা দিতে ১ বৎসরকাল ব্যয় হবে । এইচিত্র পশ্চিমবঙ্গের কৃষিদপ্তরে কমবেশি সর্বত্রই বিদ্যমান । আমাদের কৃষক সম্প্রদায় তার নতুন প্রজন্মকে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করাতে ব্যর্থ তার মূল কারণ কৃষির সঠিক বাণিজ্যিকরণ না হওয়া । কিন্তু আমাদের এই নতুন প্রজন্মের হাতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের অসীম ক্ষমতা রয়েছে । এই ক্ষমতাকে কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত করাই আমাদের কাছে মূল চ্যালেঞ্জ ।

উপরুক্ত সমস্যাগুলির দূরীকরণ এবং কৃষিবিমুখ নবপ্রজন্মকে সঠিক অভিমুখ দেওয়ার জন্য বেশ কিছু সম্ভবনার কথা মাথায় আসে । এখন গ্রামাঞ্চলে নবপ্রজন্মের হাতে Android ফোন এবং ইন্টারনেটের সংযোগ রয়েছে এবং যাহার ব্যবহারে তারা যথেষ্ট পটু । এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কৃষির সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তির সম্বন্নয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে আমাদের হাতে মূলত দুটি পদ্ধতি বর্তমানে চালু রয়েছে - ফেসবুক এবং হোয়াটস অ্যাপ । তুল্যমুল্য বিচারে ফেসবুকে যেকোনো বিষয়বস্তুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব কিন্তু এরজন্য ইন্টারনেটের সংযোগ যথেষ্ট সবল হতে হয় । গ্রাম্যঅঞ্চলে সবজায়গায় যা পাওয়া সম্ভব নয় । সেক্ষেত্রে বিকল্প হিসাবে হোয়াটস অ্যাপ অধিক গ্রহণযোগ্য ।

১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ রাত্রি ১টার সময় গ্রুপটি তৈরী করার কাজ শুরু হয় । প্রায় ২৪০ জনের (২০০ জন চাষী ও ৪০ জন সদস্য) গ্রুপ গঠন রাত্রি ৪ ঘটিকায় শেষহয় । এই কাজটি মধ্যরাত্রে সম্পূর্ণ করার পিছনে মূল কারণ ছিল পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হওয়ার মধ্যে যেন চাষীদের মধ্যে বিভ্রান্তি না ছড়ায় এবং সকালবেলা উঠেই তাদের কাছে প্রথম এই বার্তা পৌছায় -

"পুরুলিয়ার প্রিয় কৃষক বন্ধুরা ,

আপনাকে " কৃষকসাথী - সাট্‌সা , পুরুলিয়া "-তে স্বাগত , আমরা পুরুলিয়া জেলার কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা একত্রিত হয়ে আপনার মতো প্রগতিশীল চাষীদের সঙ্গে নিয়ে পুরুলিয়া জেলার কৃষিক্ষেত্রে সমস্যা সমাধান ও উন্নতির লক্ষ্যে এই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপটি গঠন করেছি । কৃষি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ের আদানপ্রদান , বিভিন্ন সময়োপযোগী বার্তা , আপনার ফসলের নানারকম রোগ ও পোকামাকড়ের সমস্যা ও সমাধানের চেষ্টায় আমরা এর মাধ্যমে ব্রতী হয়েছি । দীর্ঘকাল ধরে খবরের কাগজ , রেডিও , কৃষি প্রশিক্ষণের ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে কৃষকের কাছে পৌছালেও আমরা আমাদের আমাদের অনুসন্ধানের দ্বারা দেখছি অনেকসময় আমরা বিভিন্ন কারণে আপনাদের সমস্যার সমাধানে তৎক্ষণাৎ পৌছাতে পারি না । বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহার বেড়েছে । কৃষিক্ষেত্রে একে ব্যবহার করে আপনাদের কাছে তৎক্ষণাৎ পৌছানোর আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস । এই গ্রুপের মধ্যে থাকলে আপনি কৃষিসম্বন্ধীয় যে কোনো সমস্যা জানালে তৎক্ষণাৎ আপনাকে সমাধানের পথ বাতলে দেবো । এ হলো চটজলদি পুরুলিয়ার অভিজ্ঞ প্রগতিশীল কৃষকদের সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার কৃষি আধিকারিকদের মেলবন্ধন যেখানে আপনি আপনার সমস্যার কথা সরাসরি আমাদের জানাতে পারবেন । আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলে পুরুলিয়া জেলাকে এক নবদিশায় আলোকিত করে তুলি । কৃষিসম্বন্ধে আপনার মূল্যবান মন্তব্যের অপেক্ষায় আমরা রইলাম । অবশেষে এই গ্রুপে আপনার মূল্যবান যোগদানের জন্য আমাদের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও অসংখ্য ধন্যবাদ ।

- সাট্‌সা ,
পুরুলিয়া শাখা

প্রথমদিকে যেখানে গড়ে প্রতিদিন ২-৩ টি পোষ্ট আসছিল যেটা কিনা ১ মাসের মধ্যে ১৭-২২ এ দাঁড়ায় । একইসাথে আমাদের দিক থেকে response time শুরুতে যা ৮ ঘন্টা ছিল সেটা কমতে কমতে ২-৩ ঘন্টায় আনতে পারি । যদিও এর জন্য আমাদের টেকনিক্যাল কমিটিকে রিতিমত হিমসিম খেতে হয় । কারণ জিজ্ঞাসার বিসয়বস্তুর ব্যাপ্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে যেমন - মাছচাষের পদ্ধতি , ইটিভি বাংলার অন্নদাতা অনুষ্ঠানের টোল ফ্রি নাম্বার , পুকুরের কেসিসি (KCC) ইত্যাদি । আমরা বাধ্য হই আমাদের সকল যোগাযোগের সূত্র ব্যবহার করে যথাসম্ভব চাষীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ।

৫ই নভেম্বরের প্রশিক্ষণ শিবিরে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় কুড়িজন লিড-ফার্মার 'কৃষকসাথী' রূপে তাদের অঞ্চলে কাজ করার জন্য সহমত হন । এবং যে বিষয়টি আমাদের সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত করে যে তারা নিজেরাই বলেন - যে তাদের অঞ্চলের বিভিন্ন চাষীদের , যাদের কাছে স্মার্ট ফোন নেই তাদের সমস্যার কথা 'কৃষকসাথীরাই' গ্রুপে পোষ্ট করবেন । এইভাবে গোটা জেলার কৃষক তথা সার্বিকভাবে কৃষির উন্নতিকল্পে এই নতুন প্রজন্মের স্মার্ট 'কৃষকসাথীদেরকে' নিয়ে সাট্‌সার পথ চলা শুরু ।